

হুমায়ুন আজাদের লাশ দাফন নিয়ে নতুন নাটক রচনার চেষ্টা

ইনকিলাব রিপোর্ট : অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে আন্তর্জাতিক তদন্তের ইস্যুতে জার্মানদের সদৃষ্টির কারণে সুবিধা করতে না পেরে এবার তার লাশ দাফন নিয়ে নতুন নাটক রচনায় মাঠে নেমেছে তার পরিবার এবং একটি চক্র। গতকাল তার পরিবারের পক্ষ থেকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মাজারের পাশে তার লাশ দাফনের দাবী করার মাধ্যমে নতুন এ নাটকের পটভূমি রচনা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে অবস্থিত নজরুল ইসলামের মাজার এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে একটি তীর্থকেন্দ্রের মতো। বিধর্মী বিদেশীর শোষণ থেকে এ জাতির উত্তরণের অন্যতম অগ্রপথিক এ কবির দাফনের পর তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এ স্থানে আর কোনও লাশ দাফন হয়নি। ফলে ১৯৭৭ সালের পর দেশের অনেক মহাপুরুষের মৃত্যু ঘটলেও এ স্থানে দাফন করার প্রশ্ন আসেনি। কিন্তু ধর্মে অবিশ্বাসী এবং ইসলামের বিরোধিতা করার কারণে বিতর্কিত এ লেখকের লাশ এ পবিত্র স্থানে দাফন করার দাবী নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন।

অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের লাশ দাফন করার কথা না থাকলেও তার পরিবার হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে লাশ দাফন করার। তাও যেনতেন জায়গায় নয়, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে এবং খোদ নজরুল ইসলামের মাজারের পাশে। কিন্তু তার মৃত্যুর পরও তার পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, হুমায়ুন আজাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তার লাশ বাংলাদেশ মেডিকেল দিয়ে দেয়া হবে। একটি পত্রিকায় ভুলে ঢাকা মেডিকেল ছাপা হওয়ার পর তার ভাই মঞ্জুরুল কবির গত ১৪ তারিখ সাংবাদিকদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, লাশ দেয়া হবে বাংলাদেশ মেডিকেল। হুমায়ুন আজাদের ইচ্ছাও ছিল তাই। কিন্তু হঠাৎ করে কি কারণে তার লাশ দান না করে দাফন করার সিদ্ধান্ত হলো তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ বরাবরই ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন। ‘আমার অবিশ্বাস’ গ্রন্থে তিনি বলেন, ‘ধর্ম লৌকিক-মানুষের প্রণীত এবং বেশ সন্ত্রাসবাদী ব্যাপার। মানুষ উদ্ভাবনশীল। মানুষের অজস্র উদ্ভাবনের একটি ও সম্ভবত নিকৃষ্টটি ধর্ম।’ বিশেষ করে, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এবং পরকাল নিয়ে তিনি সরাসরি অবিশ্বাস পোষণ করেছেন। একই গ্রন্থে তিনি বলেন, ‘আমি জানি আমি কোন মহাপরিকল্পন নই, কোন মহাপরিকল্পনার অংশ নই। আমাকে কেউ তার মহাপরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টি করেনি; একরাশ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ফলে আমি জন্মেছি, অন্য একরাশ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ফলে আমি মরে যাব, থাকব না; যেমন কেউ থাকবে না; কিছু থাকবে না। এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণের কোন কারণ আমি দেখি না।’ ধর্ম সম্পর্কে যার এই ধারণা তাকে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশে দাফন করার সিদ্ধান্ত অনেকের মনেই সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া মসজিদ সম্পর্কেও তিনি বিষোণার করেছেন। কিছুদিন আগেই গত মাসের ২৩ তারিখ ‘সেন্টার ফর হিউম্যান সিকিউরিটি’ নামক একটি সংগঠন আয়োজিত সেমিনারে তিনি মসজিদকে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কেও তার বক্তব্য ছিল আপত্তিকর। ‘আমার অবিশ্বাস’ গ্রন্থে তিনি বলেছেন, ‘তরুণ বয়স থেকেই অস্বস্তি বোধকরি আমি নজরুলের লেখা পড়ার সময়; তিনি মাঝারি লেখক বলে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত লেখক বলে। তিনি ভারী বোঝার মতো চেপে আছেন বাঙালি মুসলমানদের ওপর; বাঙালি মুসলমান তাকে নির্মোহভাবে বিচার করতে পারবে না বহু দিন। বাঙালি মুসলমান প্রগতিশীলরাও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল, আর তারা পড়ে না, নজরুলকেও পড়ে না, শুনে শুনে বিশ্বাস করে যে নজরুল বিদ্রোহী। প্রচারে প্রচারে তাকে আমি বিদ্রোহী বলেই মনে করেছি যখন বালক ছিলাম, বেশকিছু পদ্যে-গদ্যে দেখেছিও তাঁর বিদ্রোহীরূপ, কিন্তু তিনি বাংলাভাষার বিভ্রান্ত কুসংস্কার-উদ্দীপ্ত লেখকদের মধ্যে প্রধান। বেশি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। গানের পরে গানে তিনি লিখেছেন ‘নামাজ পড়, রোজা রাখ, কলেমা পড় ভাই।/তোর আখেরের কাজ করে নে, সময় যে আর নাই; শোনো শোনো য্যা এলাহি আমার মুনাযাত।/তোমারি নাম জপে যেন হৃদয় দিবস-রাত; আল্লাহ নামের নায়ে চড়ে যাব মদীনায়ে; মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই/যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই; ওরে ও দরিয়ার মাঝি! মোরে নিয়ে যা-রে মদিনা; খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে; আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাই নাই ভয়/আমার নবী

মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়।’ অবশ্য এগুলোকেও অনেকে মনে করতে পারেন খুবই বিদ্রোহী ও প্রগতিশীল কাণ্ড; কিন্তু এখানে কোন বিদ্রোহীকে পাচ্ছি না, পাচ্ছি একজন ইসলাম অন্ধকে।” এভাবে তিনি নজরুল ইসলামকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মাঝারি মানের লেখক বলতেও ছাড় দেননি। অথচ তার পরিবার এখন সেই ‘কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মাঝারি মানের লেখক’ নজরুলের মাজারকেই একটি ‘প্রেস্টিজিয়াস স্থান’ মনে করে এখানে তার কবর দেয়ার প্রস্তাব করেছেন। যা অনেকের মতে, হুমায়ুন আজাদের দর্শন ও বিশ্বাসের সাথে পরিষ্কার বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

লাশ দান করার ওসিয়ত করা একজন স্বঘোষিত নাস্তিকের লاش দেশের জাতীয় কবি ও ইসলামী মূল্যবোধের কবির মাজার এবং মসজিদের পাশে দাফন করার দাবী জানানোয় এসব প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। এর উত্তরও অনেকের অজানা নয়। তার স্বাভাবিক মৃত্যুর পর অনেকেই এ মৃত্যুকে রহস্যজনক মৃত্যু হিসেবে উল্লেখ করে মাঠ গরম করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। যাতে পরিবারেরও প্রত্যক্ষ মদদ ছিল। কিন্তু এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এখন তার পরিবার ও একটি চক্র এই নতুন ইস্যু সৃষ্টি করে মাঠ গরম করতে চায়। কারণ তারা পরিষ্কারভাবেই জানে, বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ কোনমতেই কাজী নজরুল ইসলামের মাজার এবং মসজিদের পাশে একজন নাস্তিকের লاش দাফন করতে দেবে না। জনগণের এই মনোভাবকে পুঁজি করেই আন্দোলন জমিয়ে তোলার লক্ষ্যে এ দাবী তোলা হয়েছে বলে মনে করছেন সচেতন মহল। এ কারণে গতকালই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর চিঠি দিয়ে লাশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও দাবী করা হয়েছে।

প্রতিবাদ ও ক্ষোভের ঝড়

টিভি, রেডিওর মাধ্যমে গতকাল রাতেই নজরুলের মাজারের পাশে লاش দাফনের দাবীর কথা জেনে গেছেন দেশবাসী। এরপর থেকেই পত্রিকা অফিসে প্রচুর ক্ষুদ্র ফোন আসতে থাকে। সকলেই এ দাবীকে ধিক্কার জানিয়ে এর তীব্র নিন্দা করেছেন। সকলেই বলেছেন, আল্লাহবিরোধী একজন মানুষ, যিনি বরাবরই কবি নজরুলকে হেয় করেছেন তাকে মসজিদের পাশে এবং নজরুলের মাজারের পাশে দাফন করার দাবী কোনমতেই জাতি মেনে নেবে না। যিনি নিজেই দাফন-কাফনে বিশ্বাস করেন না, তাকে নজরুলের মাজারের পাশে দাফন করা মানে নজরুলকে অপমান করা। ’৭৭ সালের পর এ স্থানে কারও দাফন হয়নি। এখানে লاش দাফন করার অভিলাষ একটি ধৃষ্টতা।

কলা ভবনের নাম হুমায়ুন আজাদ ভবন?

এদিকে বাংলা বিভাগের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যানারে একদল ছাত্র গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। এ স্মারকলিপিতে তারা হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুর আন্তর্জাতিক তদন্ত ও তার পরিবারের নিরাপত্তা, পরিবারের আবাসন ব্যবস্থা, পরিবারের সদস্যদের ইচ্ছানুযায়ী তার লاش দাফন, হুমায়ুন আজাদ চেয়ার স্থাপন ও হুমায়ুন আজাদ বৃত্তি চালু, হুমায়ুন আজাদের নামে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অথবা কলা ভবনের নামকরণের দাবী জানায়।